

কঠোপনিষদ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোকঃ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যা
দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি ॥

কঠোপনিষদ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যা

দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি ॥---কঠোপনিষদ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক

এই মন্ত্রটির অর্থ হল "ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামো না"। এটি একটি বিখ্যাত উক্তি, যা কঠোপনিষদে মন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।
(কঠোপনিষদ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক)

এই মন্ত্রটির বিস্তারিত অর্থ: *****

উত্তিষ্ঠত :--এর অর্থ "ওঠো" বা "জাগ্রত হও"। এটি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আলস্য ত্যাগ করে কর্মের হওয়ার আহ্বান।

জাগ্রত :--এর অর্থ "সচেতন হও" বা "জাগ্রত হও"। এটি আত্ম-উপলব্ধি এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

প্রাপ্য :--এর অর্থ "লাভ করে" বা "পেয়ে"। এখানে 'শ্রেষ্ঠ জ্ঞান' বা 'লক্ষ্য' কে বোঝানো হয়েছে।

বরান্ :--এর অর্থ "শ্রেষ্ট" বা "বরণীয়"। এটি জীবনরে শ্রেষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে।

নবোধত :--এর অর্থ "জ্ঞান লাভ করো" বা "উপলব্ধি করো"। এই অংশে আত্ম-জ্ঞান ও জীবনরে সত্য উপলব্ধি করার উপর জোর দেওয়া হয়ছে।

ক্যুরস্য ধারা নশিতা দুরত্য়া :--এর অর্থ "ধারালো ক্যুররে ফলার মতো এই পথ"। এখানে আত্ম-উপলব্ধির পথ যে অত্ন্ত কঠনি এবং সতর্কতার সাথে চলতে হয়, তা বোঝানো হয়ছে।

দুর্গং পথস্তং কবযো বদন্তি :--এর অর্থ "এই পথকে জ্ঞানী ব্যক্তরি দুর্গম বলেন"। এই লাইনটি আত্ম-উপলব্ধির পথ যে কতটা কঠনি, তা নির্দেশ করে।

সুতরাং, এই মন্ত্রটি মূলত জীবনরে পথে এগিয়ে চলা, আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা এবং জীবনরে শ্রেষ্ট লক্ষ্য অর্জনে জন্ অধ্যবসায় ও সচতেনতার সাথে কাজ করার জন্ একটি শক্তিশালী আহ্বান

